দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 09 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৫ ...

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে পারছে

শিক্ষা পরামর্শ

প্রফেসর মো. এশিয়াছ হোসেন
পরিচালক (মাধ্যমিক)
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

বর্তমান শিক্ষা কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আগের চেয়ে অনেক বেশি বিষয় এবং জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করতে পারছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বাস্তবমুখী জ্ঞান লাভ করে এবং তাদের সৃজনশীলতাও বৃদ্ধি পায়। যদিও শিক্ষক, প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণ সংকট কিছুটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। তবে আমরা চেষ্টা করছি এই সংকটগুলো কাটিয়ে উঠতে। কম্পিউটার শিক্ষকের বিষয়ে নতুন যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে আশা করছি দ্রুতই শিক্ষক সংকটের বিষয়টি সমাধান হবে। প্রজ্ঞাপনে কম্পিউটার শিক্ষকদের ন্যূনতম যোগ্যতা হিসাবে কম্পিউটার বিষয়ে ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স অথবা সমমানের ডিগ্রি রাখা হয়েছে। ফলে পাবলিক কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রিধারী শিক্ষার্থীরাও এ পেশায় আসার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

বর্তমানে মাস্টার ট্রেইনারদের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ট্রেনিং কিংবা ডিজিটাল ক্লাসের ব্যাপারে শিক্ষকদেরও আগ্রহ থাকতে হবে। ইতোমধ্যে বেনবেইজ নতুন একটি সফটওয়ার তৈরি করছে যার মাধ্যমে সারাদেশের স্কুল ভিত্তিক ক্লাসরুম কার্যক্রমের সঠিক মনিটরিং করা সম্ভব হবে। ডিজিটাল ক্লাসরুমের বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকদের ভাবতে হবে, চর্চা করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজ উদ্যোগে ইন হাউজ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের যেমন একুশ শতকের শিক্ষার্থী হতে হবে তেমনি শিক্ষকদেরও একুশ শতকের শিক্ষক হিসাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। শিক্ষকদের তথ্য প্রযুক্তির সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে।

একুশ শতকের শিক্ষার্থী যে শুধু তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষাই গ্রহণ করবে তাই নয়। তাকে নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার্থী হতে হবে। একজন নৈতিকমূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষার্থী নিজের ভবিষ্যত নিয়ে যেমন ভাবে তেমনি পরিবার, সমাজ রাষ্ট্রের প্রতিও তার দায়িত্ববোধ তৈরি হয়। নৈতিকতা শিক্ষার্থীকে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখে এবং ভালোমন্দ যাচাই করার ক্ষমতা তৈরি করে। নৈতিকতাবোধ তৈরির ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা পালন করে 'কো-কারিকুলাম এক্টিভেটিজ'।

> ডিজিটাল ক্লাশরুমের বিষয়গুলো নিয়ে শিক্ষকদের ভাবতে হবে চর্চা করতে হবে। স্কুলগুলোতে নিজ উদ্যোগে ইন হাউজ ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে

সৃজনশীল শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু পাঠ্যবই নয় একজন শিক্ষার্থীকে সহপাঠক্রম কার্যক্রমেও নিজেকে সম্পৃক্ত রাখতে হবে। আর সহপাঠক্রম কার্যক্রমের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হলো খেলাধুলা। খেলাধুলা দেহ ও মনকে সুস্থ রাখে। আমরা হেলদি শিক্ষার্থী চাই। শারিরীক মানসিকভাবে সুস্থ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও কর্মজীবন উভয় ক্ষেত্রেই সফলতা অর্জন করতে পারে। শিক্ষার্থীদের বলবো, শুধু পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্যই নয় জ্ঞান অর্জনের জন্য পড়াশোনা করতে হবে।